

া রম্যান মাসের ৩০ আসর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ত্রয়োবিংশ আসর রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

জান্নাতের বর্ণনা [আল্লাহ আমাদেরকে তার অধিবাসী করুন]

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যাশাকারীকে প্রত্যাশার ওপরে পৌঁছান এবং প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার বেশি দেন। তাওবাকারীর ওপর ক্ষমা ও গ্রহণের দ্বারা অনুগ্রহকারী, সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তৈরী করেছেন একটি ঘর সেখানে অবতরণের জন্য, আর দুনিয়াকে করেছেন সেখানে নাযিল হওয়ার একটি পর্যায়রপে। যারা প্রকৃত ঘরের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ তারা তাদের বোকামীরি কারণে এ দুনিয়াকেই তাদের মূল আবাস বানিয়ে নিয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে তাদের আশা-আকাঙ্কা পূরণ হওয়ার পূর্বেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা যে সকল সম্পদ কিংবা সন্তান-সম্ভতি অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসে নি, তাদের সবাইকেই এতে পরাজিত হতে হয়েছে; তুমি কি কাকদেরকে তাদের ভগ্নাংশের উপর কাঁদতে দেখনি? কিন্তু যাকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন সে দুনিয়াকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে, ফলে তার সামনে আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে থাকলেও সে দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয় নি, সে আল্লাহর ক্ষমা ও এমন জায়াত লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনব্যাপী। যা শুধু তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান এনেছে।

আমি সাক্ষয় দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, এমন সাক্ষয় যে সাক্ষীদাতা সে সাক্ষেয়র দলীল-প্রমাণাদি ও মূলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমি আরও সাক্ষয় দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, যতদিন মৃদু বাতাস তার উত্তর, দক্ষিন থেকে প্রবাহিত হবে এবং সেটা সামনে ও পিছনে বয়ে যেতে থাকবে। আরও পেশ করুন আবু বকরের উপর যিনি সফর ও অবস্থান সর্বাবস্থায় তাঁর সাথী ছিলেন, অনুরূপ 'উমারের ওপর, যিনি ইসলামকে এমন তলোয়ার দিয়ে হেফায়ত করেছিলেন যার মধ্যে কোনো প্রকার খাঁজ পড়ার ভয় ছিল না, অনুরূপভাবে 'উসমানের উপর, যিনি তার উপর আপতিত বিপদে ধৈর্যধারণকারী ছিলেন, আর আলীর উপর, যিনি তাঁর উপর কারও হামলা হওয়ার আগেই নিজের বীরত্বে ছিলেন সম্মুখগামী। অনুরূপভাবে রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ এবং যুগ যুগ ধরে তাদের সুন্দর অনুসারীদের উপর। আর আল্লাহ তাদের উপর যথায়থ সালামও প্রেরণ করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনার রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হোন, যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের সমান; যাতে এমন নিয়ামত রয়েছে, যা কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখে নি, কোনো কান শুনে নি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করে নি, এমন জান্নাতের প্রতি দ্রুত এগিয়ে চলুন।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ المَّتَلُ ٱلاَجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلاَمُتَّقُونَ اَ تَجالِي مِن تَحالِهَا ٱلاَأَنالَهُرُا أُكُلُهَا دَآئِم الوَّلُهَا اَلَا الرعد: ٣٥ [الرعد: ٣٥] भूखाकीদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেটির দৃষ্টান্ত এরূপ, তার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার



খাদ্যসামগ্রী ও তার ছায়া সার্বক্ষণিক।' (সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ৩৫)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلهَجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلهَمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَآ أَنهُ لِهِ مَّن مَّاءٍ غَيهِ وَالسِن وَأَنهُ لَهُ مَّن لَهُ عَيهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّذُالِقُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ الْمُولِمُ اللللللِّذِاللللللَّالَ وَاللَّالِمُ اللللللْمُولُولُولُ اللللللْمُ وَال

'মুন্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

'(হে রাসূল!) আপনি তাদের সুসংবাদ দিন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যা তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখন জান্নাতবাসীদের কোনো ফল-ফলাদি প্রদান করা হবে, কখন তারা বলবে, এ তো ওই রিঘিক যা আমাদেরকে ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিল এবং অনুরূপ ফলও প্রদান কর হয়েছিল। আর তথায় তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতমা স্ত্রীগণ। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ২৫)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيَاهِمِ؟ ظِلِّلُهَا وَذُلِّلَت؟ قُطُوفُهَا تَذَالِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيَاهِم بِّانِيَة مِّن فِضَّة وَأَكَاوَابِ كَانَت؟ قَوَارِيرَا؟ ١٥ قَوَارِيرَا؟ ١٥ قَوَارِيرَا؟ ١٥ قَوَارِيرَا؟ ١٥ قَوَارِيرَا ٢٠ وَيُساَقُوانَ فِيهَا كَأَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧ عَيانًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلَاسَبِيلًا ١٨ اوَيَطُوفُ عَلَيَاهِمِ؟ ولِالدُّن؟ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيَاتَهُم؟ حَسِباتَهُم؟ لُؤالُؤًا مَّنتُورًا ١٩ فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلَاسَبِيلًا ١٨ اوَيَطُوفُ عَلَيَاهِمِ؟ ولِالدِّن مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيَاتَهُم؟ حَسِباتَهُم؟ لُؤالُؤًا مَّنتُورًا ١٩ وَإِذَا رَأَياكِتَ نَعِيمًا وَمُلَاكًا كَبِيرًا ٢٠ ﴾ [الانسان: ١٤، ٢٠]

'তাদের উপর সিন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও ক্ষটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শুভ্র ক্ষটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল। আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। আর তুমি যখন দেখবে তুমি সেখানে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য।' (সূরা আন-ইনসান, আয়াত: ১৪-২০)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠ لَّا تَساءَمُعُ فِيهَا لَغِيَةً ١١ فِيهَا عَيان ؟ جَارِيَة ؟ ١ فِيهَا سُرُر ؟ مَّر ؟ فُوعَة ؟ ١٣ وَأَك وَاب؟



مُّوا ضُوعَة اللهُ الفاشية: ١٠، ١٠] مُوا ضُوعَة اللهُ مَا الفاشية: ١٠، ١٦]

'তারা সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান কবে, আর তারা সেখানে কোনো অনর্থক কথা-বার্তা শুনতে পাবে না এবং তথায় তাদের জন্য থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। তথায় রয়েছে সুউচ্চ পালংক, সদা প্রস্তুত পান-পাত্র, সারিবদ্ধ বালিশ ও উন্নত মানসম্পন্ন বিছানাসমূহ।' (সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত: ১০-১৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

'জান্নাতীদের স্বর্ণের ও মনিমুক্তার অলঙ্কার পরিধান করানো হবে এবং রেশমী কাপড়ের পোশাক পরিধান করানো হবে। (সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৩)

* আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُم اللهِ مِن فِضَة مِن سُندُسٍ خُضالِ اللهِ اللهِ عَلِيهِ مَن فِضَة وَسَقَلهُم اللهُ اللهُ

'তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।' (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২১)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْارَفِ خُصْالِ وَعَبالقَرِيِّ حِسَانِ ٧٦ ﴾ [الرحمن: ٧٦]

'তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে।' (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৬৭)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلتَّأَرَآئِكِ؟ لَا يَرُوكَنَ فِيهَا شَماَّسًا وَلَا زَماهَ لَيرُا١٣ ﴾ [الانسان: ١٣]

'তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত।' (সুরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ১৩)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلسَّمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ١٥ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥٢ يَلسَّبَسُونَ مِن سُندُس وَإِسسَّتَبسَرَق مُتَقَبلِينَ ٥٣ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجالَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ٤٥ يَدا عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ ٥٥ ﴾ [الدخان: ٥١، ٥٥]

'নিশ্চয় মুক্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের



সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে।' (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১-৫৫)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ ٱدا َ خُلُواْ ٱلسَّجَنَّةَ أَنتُما وَأَرا وَ جُكُما تُحابَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيا هِم بِصِحَاف مِّن ذَهَب وَأَكاوَاب وَفِيهَا مَا تَشاتَهِيهِ ٱلسَّانَفُسُ وَلَلَذُ ٱلسَّاعَايُنُ وَأَنتُما فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ ﴾ [الزخرف: ٧٠، ٧٤]

'তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী।' (সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭০-৭১)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِنَّ قُصِرَٰتُ ٱلطَّراَفِ لَما يَطامِثانَهُنَّ إِنسا قَبالَهُما وَلَا جَآنَا ٥٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ٥٧ كَأُنَّهُنَّ الْآيَاقُوتُ وَٱلاَمَراءَانُ ٨٥ ﴾ [الرحمن: ٥٦، ٨٥]

'সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি'আমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৫৬-৫৭)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِنَّ خَيارَٰتٌ حِسَان اللهِ ٧٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ٧١ حُوراً مَّقاً صُورَٰت فِي ٱلاَخِيَامِ ٧٧ ﴾ [الرحمن: ٧٠، ٧٢]

'সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তারা হূর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা।' (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৭০-৭২)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ فَلَا تَعَالَمُ نَفَاسِ مَّا أُخْاَفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعالَيُن جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعامَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة: ١٧]
'কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।'
(স্রা আস-সিজদা, আয়াত: ১৭)

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَلِّلَّذِينَ أَحاسَنُواْ ٱلآحُسانَىٰ وَزِيَادَة الآوَ وَلَا يَراهَقُ وُجُوهَهُما قَتَراوَلَا ذِلَّةً الْأُولَ أَصاحَبُ ٱلاجَنَّةِ الْاجَنَّةِ الْاَجْنَةِ الْاَجْنَةِ الْاَحْبَةِ الْاَحْبَاءُ الْاَجْنَةِ الْاَحْبَةِ الْاَحْبَةُ وَلَا يَراهَقُ وُجُوهَهُما قَتَراوَلَا ذِلَّةً الْأَوْلَ أَلَاكُ أَصادَحُبُ ٱلاَجْنَةِ الْاَحْبَةِ الْاَحْبَةُ وَالْعَالَ الْاَحْبَةُ وَاللَّهُ الْاَحْبَالُونَ اللَّهُ الْاَحْبَةُ وَاللَّهُ الْاَحْبَةُ وَاللَّهُ الْالْعَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْاَحْبَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ ا

'যারা সংকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে হুসনা তথা সুন্দর প্রতিদান এবং তা আরো বাড়তি কিছু। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখায় অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে।' (সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬)

এ আয়াতে বর্ণিত 'হুসনা' বা সুন্দর হলো জান্নাত; কেননা জান্নাতের চেয়ে সুন্দর আর কোনো আবাস নেই। আর



আয়াতে বর্ণিত আরো বাড়তি কিছু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দর্শন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও দয়ায় আমাদের তা দান করুন।

তাছাড়া জান্নাতের গুণাগুণ, নিয়ামতরাজি, সন্তুষ্টি ও আনন্দদায়ক বিষয়ের বর্ণনায় কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত রয়েছে।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8597

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন